বাংলা সাময়িকপত্রে চিত্রকলা

শোভন সোম

আঠারো শো আঠারোর এপ্রিলে প্রকাশিত দিগদর্শন কে প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র হিসেবে চিহিত করা হয়েছে। তার দু-বছব আগে আঠারো শে ষোলোতে প্রথম বাংলা সচিত্রিত বই অন্নদামঙ্গল প্রকাশিত হয়ে গেছে। দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ এবং তারপরে ত্রমে ত্রমে প্রকাশিত সাময়িকপত্রে চিত্রণের অবকাশ ছিল না। দৃশ্যময়তার পরিপূরণ যে বাঙময় এক ঝিাসযে াগ্যতা অর্জন করে, এই ধারণা তখন ছিল কি না, জানা যায় না। ইংল্যান্ডে তখন সাময়িক পত্রে হোয়াইট লাইন উড্‌ এনগ্রেভিং এবং মেটাল এন্‌গ্রেভিং সচিত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলেও এদেশে উনিশ শতকের সূচনায় তা হয়নি। সেই কা রিগরি দক্ষতা, তক্ষণ কৌশলও তখন এদেশে জানা ছিল না এবং আঠারো শো উনচল্লিশে মেকানিকস্‌ ইনস্টিট্যুট নামক শিল্পকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল এই ধরনের হাতের কায়দা এদেশী কারিগরদের শেখানো।

আঠারো শো বত্রিশে লন্ডন থেকে চিত্রশোভিত পেনি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছিল তারই আদর্শে কলকাতায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র আঠারোশো একান্নতে ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটি থেকে বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ করেন। জীবনস্মৃতির রবীন্দ্রন াথ লিখেছিলেন, তাঁর দাদার সংগ্রহভুক্ত এই পত্রিকার একটি খন্ড তিনি বালকবয়সে বারবার পড়তেন। এই ধরনের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন এই আক্ষেপ তিনি করেছিলেন। বিবিধার্থ সংগ্রহ সচিত্রিত হত কিছু কাঠখোদান, কিছু ধাতুখোদ াই দিয়ে যার অধিকাংশই আসত ইংল্যন্ড থেকে। পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা -শিশু সাহিত্যাদি - দ্যোতক এই স ামযিকপত্রে বর্নিত বিভিন্ন তথ্যের এক ঝিস্ত স্বভাবনিষ্ঠ চাক্ষুষ পরিচয় তুলে ধরা স্বাভাবিক ছিল।

সচিত্রিত সাময়িকপত্রিকার মধ্যেবিবিধার্থ সংগ্রহ ছিল তথ্যমূলক। এরই মধ্যে প্রাণনাধ দত্তের সম্পাদনায় আঠারো শো চুয়াত্তরে রঙ্গব্যঙ্গমূলক মাসিক বসন্তক প্রকাশিত হয়। বসন্তক ছিল সে সময়ের নীতিপ্রচারক, তথ্যজ্ঞাপক সাময়িকপত্রিকার মূলধারা থেকে আলাদা ধরনের একটি পত্রিকা। এর রঙ্গব্যঙ্গ চলতি মোটা দাগের গ্রাম্যতা থেকেমুক্ত ছিল। তার মধ্যে থ াকত বুদ্ধির দীপ্তি, যাকে ইংরেজিতে বলে উইট্‌। এই পত্রিকার জন্যে ছবি আঁকতেন প্রাণনাথ ও তাঁর ভাই গিরীন্দ্রনাথ। গিরীন্দ্রনাথ ছিলেন তালিমি চিত্রকর। আর্ট স্কুলে তালিম পেলেও তাঁর আঁকা ভারতীয়দের অবয়বে ইয়োরোপীয় ছাপ ছিল না। আর্ট স্কুলে তালিম পাওয়া ছাত্রদের দিয়ে অঙ্কনশিক্ষার নামে এমন করে ইয়োরোপীয় ড্রাইং ও মডেলের নকল করানো হত যে, এই ছাত্ররা ভারতীয় চাষি আঁকতে ইয়োরোপীয় চাষি আর বালিকা আঁকতে মেমসাহেব এঁকে ফেলত। উল্লেখযে াগ্য যে, উনিশ শতকের শেষ দশকের গোড়ায় অভিসারিকা এঁকে অবনীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল যে, ছবিতে তিনি রাধা অ াঁকতে গিয়ে শীতের রাতে শাড়ি জড়িয়ে মেমসাহেবকে খোলামাঠেছেড়ে দিয়েছেন। এই অভিভাবন থেকেই অবনীন্দ্রনাথ মুক্ত হবার সাধনা করেছিলেন। বসন্তক ছিল প্রকৃত অর্থেই সমাজসচেতন সাময়িকপত্রিকা এবং চরিত্রগতভাবে তখন এক উজ্জ্বল ব্যতিত্রম। গিরীন্দ্রনাথকে বাংলা সাময়িকপত্রিকার প্রথম বিশিষ্ট ব্যঙ্গচিত্রকর বললে অত্যুক্তি হবে না। আঠারো শো ছিয়াত্তরের নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে তিনিএঁকেছিলেন মশা মারিতে কামান। জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির অন্তঃপুরিক ারা প্রিন্স অফ ওয়েলস্‌কে বরণ করেছিলেন। জগদানন্দের রাজভক্তি ও পর্দানশিনদের যুবরাজ সকাশে উপস্থিত করার বিষয়কে কেন্দ্র করে যে কলরোল উঠেছিল, তার তরঙ্গসংঘাত বসন্তক-এও দেখা দিয়েছিল। গিরীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন এতদিন হিন্দু মেয়ের পর্দা হোল ফাঁক। ছবিতেPeep Show লেখা বাক্সের হাতল ঘোরাচ্ছেন জগদানন্দ, বাক্সের ভেতর থেকে ঘোমটা খুলে হিন্দু অন্তঃপুরিকা যুবরাজের দিকে কটাক্ষনিক্ষেপ করছেন। বক্শিশ দেবার জন্য যুবরাজ পকেট হাতড়াচ্ছেন। বাকসের চালায় লেখা আয় কে দেখবি আয়। ইলেক্ট্রো এনগ্রেভিং -এ নির্মিত এই ছবিগুলিতে কালি

কলমের সহজ স্ফূর্তি আছে। গিরীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্রে অবয়বের বিকৃতি বা অতিরঞ্জন ছিল না। একটি স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য নাটকীয়তা উপস্থিত করাই তার লক্ষ্য ছিল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সাহিত্যযশোপ্রার্থী বালকদের আশ্রয় দেবার লক্ষ্যে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় এক বছর বালক পত্রিকা আঠারো শো পঁচাশিতে প্রকাশিত হয়। অচিরায়ু এই পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, প্রতিভাসুন্দরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের রচনার ছবি এঁকেছিলেন হরিশচন্দ্র হলদার। রবীন্দ্রনাথের লেখায় হ.চ.হ. হিসেবে এঁরই উল্লেখ রয়েছে। ইন্দিরা দেবী এঁকে বলেছেন বাড়ির পোষা চিত্রকর। রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি সহ বিবিধ রচনার সচিত্রণ তিনি করেন এবং তিনিই রবীন্দ্রনাথেব রচনার প্রথম ইলাস্ট্রেটর । রবীন্দ্রনাথের বল গোলাপ মোরে বল রচনার শিরোদেশে আঁকা তাঁর লিথোপদ্ধতিতে ছাপা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, গোলাপফুলের বিশাল মালার বৃত্তের মধ্য থেকে এক মেমসাহেব উঁকি দিচ্ছে। বালক -বয়সেই তিনি প্রতিভাসুন্দরীর গান অভ্যাস রচনায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ স্বরলিপির সঙ্গে এঁকেছিলেন এই নামের প্রথম ছবি।

আঠারো শো নববইতে বঙ্গবাণী পত্রিকার পক্ষ থেকে সচিত্রিত মাসিক জন্মভূমি প্রকাশিত হয়। ছবিগুলি কাঠখোদাইতে করে দিতেন হরিদাস সেন।

একে একে আরও সচিত্রিত সাময়িকপত্রে চিত্রকলা দীর্ঘকাল তথ্যের, রচনার বা বিবরণের পরিপূরক অনুষঙ্গে এসেছে। দির্গদর্শন থেকে এই ধারার বিরাম নেই। বাংলার বিখ্যাত শিল্পীরাও সাময়িকপত্রে সচিত্রকরণে যোগ দিয়েছেন। কমার্শিয়াল আর্ট বা ফাইন আর্টের তথাকথিত ভেদাভেদ এর মধ্যে দেখা যায় না। শিশুপাঠ্য থেকে বয়স্ক - পাঠ্য সকল শ্রেণীর সাময়িকপত্রেই বিশেষ করে তথ্যমূলক রচনায় এবং গল্প-কবিতা - নাটক ইত্যাদি কল্পনামূলক রচনায় সচিত্রণের প্রয়োজন কখনো না কখনো দেখা গেছে। তত্ত্বমূলক রচনায় তত্ত্ব প্রতিপাদনেও চিত্র ব্যবহৃত হয়েছে।বাংলা সাময়িকপত্র সচিত্রণের ব্যাপারে কখনো কৃপণের মতো আচরণ করেনি। কোন্ চিত্রকর কবে কোন্ সাময়িকপত্রে কার রচনার সচিত্রণ করেছেন, সেই তথ্য ধারাবাহিকভাবে রক্ষিত হলে অনেক চমকপ্রদ সংবাদ জানা যেত। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনে প্রবাসীতে শেষের কবিতার জন্যে ছবি এঁকেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, অসিতকুমার হালদার, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, পরিতোষ সেন, অখিল নিয়োগী নিজেদের রচনা চিত্রিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সে বইতে স্বকৃত সচিত্রণ সুবিদিত। আবার কোনও লেখক কোনও বিশেষ চিত্রকরকেদিয়ে সচিত্রণ করাতেন। এমনই জুটি ছিলেন রাজশেখর বসু ও যতীন্দ্রকুমর সেনগুপ্ত এবং শিবরাম চত্রবর্তী ও শৈল চত্রবর্তী। কখনও কোনও পত্রে সচিত্রণ করে থাকেন তাদের নিযুক্ত চিত্রকর। কখনও বাইরের কাউকে সচিত্রণ করানো হয়। দেশ পত্রিকায় এভাবেই এককালে গল্প ছবি এঁকেছিলেন জয়নুল আবেদিন, যখন তিনি কলকাতার আর্ট স্কুলের শিক্ষক। এই সকল তথ্য একটি সমৃদ্ধ গবেষণার বিষয় হতে পারে।

উনিশ শতকেই শিল্পকলাবিষয়ক পত্রিকা শিল্পপুষ্পাঞ্জলি শরচচন্দ্র দেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। আঠারো শো পঁচাশিতে প্রকাশিত এই পত্রিকায় রাজপুষদের প্রতিকৃতি, শহরের দৃশ্য ইত্যাদি মুদ্রিত হলেও চিত্রকলা বলতে যে ধরনের কল্পনানির্ভর মৌলিক রচনা আমরা বুঝি, সে ধরনের কোনও ছবি তাতে দেখা যায়নি। এ বিষয়ে পথিকৃৎ সাময়িকপত্র হল সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় আঠারো শো একানববইতে প্রকাশিত সাধনা পত্রিকা। এই সাময়িকপত্রেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ছবির আর্টপ্লেট প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকে ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত আরও দুটি সাময়িকপত্র, আঠারো শো সাতানববইতে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী সম্পাদিত পুণ্য এবং ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন সদস্য সম্পাদিত ভারতী পত্রিকা চিত্রকলার প্রচারে তৎপর ছিল। ভারতীতেই প্রথম নন্দলাল বসুর আঁকা ছবির আর্টপ্লেট প্রকাশিত হয়। সাধনা, পুণ্য, ভারতী'তেই বাংলার সারস্বত সমাগমে মৌলিক চিত্রকলা সর্বপ্রথম গল্প কবিতার সচিত্রণের দায় থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সেই থেকে মাসিক সাহিত্যপত্রে মৌলিক চিত্রকলা মুদ্রণের একটি রেওয়াজ শু হয়।

ঠাকুর পরিবারের বাইরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রদীপ ও প্রবাসী সেই পরম্পরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করে। প্রদীপ -এ প্রকাশিত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাদম্বরী চিত্র - শূদ্রকের রাজসভা ছবি উনিশশোতে মুদ্রণ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীচিত্র নিবন্ধটি রচনা করেন। প্রদীপ -এর সম্পাদনা ত্যাগ করে উনিশশো এক থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী নিজ মালিকনায় সম্পাদক হিসাবে প্রকাশ করেন। এই প্রবাসী পত্রিকা বিশ শতকের শু থেকে আধ শতকের বেশি সময় ধরে বাংলার চিত্রকলার তুলনাহীন নিরলস প্রচার করেছে। পৃথিবীর কোনও সাময়িকপত্র এভাবে স্বদেশের শিল্পকলার সেবা করেছে বলে জানা নেই। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যদের জনপ্রিয়তা ও লোকপ্রসিদ্ধির পেছনে প্রায় এককভাবে ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসীতে মুদ্রিত এঁদের ছবিরপ্রতিলিপি তাঁরই সম্পাদনায় ইংরেজি মর্ডার্ন রিভিউ ও হিন্দি বিশাল ভারত পত্রিকায় সমান্তরালে সংযোজিত হত। এরদন এই শিল্পীদের শিল্পকলার পরিচয় ও খ্যাতি দেশে বিদেশে অতি দ্রুত পরিব্যাপ্ত হয়। মডার্ন রিভিউ সারা পৃথিবীর বিদ্বৎমন্ডলীর কাছে পৌঁছত। প্রবাসী পত্রিকা শিক্ষিত বাঙালির ঘরে অপরিহার্য ছিল। পেশাবর থেকে ডিগবয় থেকে চেন্নাই অবধি প্রবাসীর গ্রাহকেরা সডাক পত্রিকা পেতেন। কেবল গ্রাহকচাঁদা নির্ভর প্রবাসীর মতো একটি সাময়িক পত্র যাতে কোনও প্রডাক্ট ওরিয়েন্টেড বিজ্ঞাপন থাকত না, তাতে প্রতি সংখ্যায় তিনি চারটে ব্যয়বহুল মুদ্রণসাপেক্ষেও বাংলার চিত্রকলা প্রকাশিত হত। বলা বাহুল্য, বর্তমানে প্রবাসীর সমতুল্য চিত্রকলা প্রচারক কোনও পত্রিকা নেই। প্রথমে ইয়োরোপ থেকে আনানো ও পরে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর প্রতিষ্ঠান থেকে হাফটোনে করা ব্লকেপ্রবাসীতে ছাপা সেই সকল ছবি পরে খন্ডে খন্ডে চ্যাটার্জিস্ পিকচার অ্যালবাম্ নামে আলাদা করে বার করা হয়।

প্রবাসীর পথরেখা ধরে ভারতবর্ষ, বসুমতী বিচিত্রা, বঙ্গশ্রী, জয়শ্রী থেকে পূর্বাশা পর্যন্ত সাময়িকপত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে চিত্রকলার আর্টপ্লেট প্রকাশিত হয়েছে। প্রবাসীতে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্রদের আঁকা ছবি ছাড়াও বাংলার বাইরের বহু চিত্রকরের আঁকা ছবি ছাপা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে দেশীবিদেশী চিত্রকলা বিষয়ক সচিত্র আলোচনা নিয়মিত দেখা গেছে। অবনীন্দ্রনাথ থেকে পরিতোষ সেন, নীরদ মজুমদার, রামকিঙ্কর বেইজ, প্রাদ কর্মকার, মাণিকলাল বন্দোপাধ্যায়ের আঁকা ছবি প্রকাশিত হয়েছে। পরিতোষ সেন, নীরদ মজুমদার প্রমুখের আঁকা সেই সকল ছবিতে তাঁদের চিত্রকরজীবনের সূত্রপাতের ইতিহাস আছে। প্রবাসীতে প্রকাশিত সেই সকল চিত্রকলার সংকলন থেকে বিশ শতকের বাংলা চিত্রকলার খতিয়ান পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও প্রবাসীও প্রকাশিত শিল্পকলাবিষয়ক রচনাগুলির একটি সংকলনও হওয়া দরকার। সাম্প্রতিকাকালের শিল্পীদের চিত্রকলার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ও দেশবিদেশের চিত্রকলার আর্ট প্লেটও প্রবাসীতে প্রকাশিত হত।

ছবি ছাপার ব্যাপারে প্রবাসীর মতো কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ভারতবর্ষ -এ দেখা না - গেলেও বাংলার শিল্পকলা প্রচারে ভারতবর্ষ -এর তৎপরতায় ফাঁকি ছিল না। বসুমতী তে এক বিশেষ ধরনের চির চিত্রকলা বেশি থাকত। তার মধ্যে সর্বাধিক থাকত মিস্টার টমাস নামক জনৈক ব্যক্তির হাতে রঙ করা আলোকচিত্রের মতো সুন্দরী ললনাদের ছবি, এছাড়া চলতি ক্যালেন্ডারধর্মী ছবি।
বাংলার শিল্পকলার প্রচারে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পার্দিত পূর্বাশার নাম প্রবাসীর পরেই আসে। শতকের মধ্যভাগে কলকাতাকেন্দ্রিক আধুনিক শিল্পীদের ছবির আর্টপ্লেট ও তাঁদের শিল্পকর্মবিষয়ক আলোচনায় পূর্বাশা উল্লেখযোগ্য তৎপরতা দেখিয়ছে। অবনী সেন, রামকিঙ্কর, গোপাল ঘোষ, রণেন আয়ান দত্ত, ইন্দ্রকুমার, এমন কি এই নিবন্ধলেখকের ছবির আর্ট প্লেটও পূর্বাশা পরম যত্নে প্রকাশ করেছে।

পূর্বাশার পরে নিয়েমিতভাবে চিত্রকলার সম্প্রচার আর কোনও সাময়িকপত্রে দেখা যায়নি। মুদ্রণশিল্পের ও ছবি মূদ্রণের ব্যাপারে প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হলেও বাংলার বর্তমান সময়ের সাময়িকপত্রগুলি শিল্পকলার প্রচারে লক্ষণীয়ভাবে নিস্পৃহ যখন কলকাতায় কোনও আর্ট গ্যালারি ছিল না, শিল্পকলার বাণিজ্যিক বিপণন ছিল না, শিল্পীদের সংখ্যাও কম ছিল, মুদ্রণব্যবস্থা ছিল ত্রটিপূর্ণ এবং বিজ্ঞাপনের দাক্ষিণ্য ছাড়াই অজস্র সাময়কপত্র প্রকাশিত হত, সে সময় বাংলার চিত্রকলার সম্প্রচার যেভাবে হয়েছে, তার তুলনা নেই। বর্তমানে সাহিত্য-সমাজ - সংস্কৃতিবিষয়কমাসিকপত্রিকা সংখ্যায় প্রায় নগণ্য।

যখন শিক্ষার হার কম ছিল কিন্তু শিক্ষিত মানুষেরা অবশ্যই এক বা একাধিক মাসিক পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন এবং যখন বিপুল সংখ্যায় ওই ধরনের সাময়িকপত্র বেরোত, সেই সময়ের সাময়িকপত্রেই শিল্পকলা নিয়মিত আশ্রয় পেয়েছে। শতাব্দীর শেষে সাংবাদনির্ভর পত্রপত্রিকা ও সম্প্রচারগত বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ব্যাপক বিস্তার ঘটলেও সাময়িকপত্রে অবক্ষয় ঘটেছে এবং শিল্পকলার প্রচারে উদাসীনতাও ব্যাপক হয়েছে।

প্রবাসী থেকে পূর্বাশা অবধি এবং তারও আগে সাধনা, পুণ্য ও ভারতীতে স্বার্থহীনভাবে সাময়িকপত্রের মাধ্যমে শিল্পকলার সম্প্রচারের একটি পরম্পরা প্রবাহিত থেকেছে। তখন শিল্পীরা সাময়িকপত্রের মাধ্যমে সর্বজনের কাছে পরিচিত হতেন, জনস্বীকৃতি পেতেন। বর্তমানে গ্যালারি - সংস্কৃতির দৌলতে শিল্পীরা পৌঁছন সক্ষম ক্রেতার কাছে। আজ থেকে বছর চল্লিশ আগেও সাধারণ মানুষ পত্রপত্রিকায় ছাপা প্রতিলিপির মাধ্যমে সাম্প্রতিক শিল্পকলার হালহকিকত সম্পর্কে অবহিত হতেন। বর্তমানে সংবাদপত্র তাঁদের ছবি বা শিল্পকর্ম দেখায় না, কিন্তু সিঙ্গাপুরে কিংবা লন্ডনে কোন্ ভারতীয় জীবিত শিল্পীর আঁকা ছবি কত লক্ষ টাকায় বিক্রি হল, সেই খবর জানায়। পুঁজিবিকাশের সঙ্গে নামমাহাত্ম্য মর্যাদা পেয়েছে কিন্তু সাময়িকপত্র এখন শিল্পকলার প্রতিলিপি ছেপে শিল্পী ও দর্শকদের মধ্যে যোগাযোগ প্রায় ঘটায় না।

বাংলা আকাদেমির সংকলন শতজল ঝর্ণার ধ্বনী থেকে সংগ্রীহিত